দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

30

কামনা করছি।

সেবা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি ঃ নানা অভিযোগ

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা নার্সেস এসোসিয়েশন বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট শাখার সভানেত্রী রওশন আরা বেগম ঃ নার্সদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সেবা মহাবিদ্যালয়ই একমাত্র ভরসা। ১৯৭২ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নার্সিং মহাবিদ্যালয়, ঢাকা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী পরীক্ষায় বিএসসি নার্সিং ও বিএসসি পাবলিক হেলথ নার্সিং-এ এ পর্যন্ত ৫৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করেছেন। সারাদেশে নার্সদের শিক্ষার জন্য এই একটিমাত্র মহাবিদ্যালয়ে প্রতি বছর গড়ে ১০০ থেকে ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রী উভয় শাখায় ভর্তি হচ্ছে। সেই মোতাবেক পাসের হার মোট ভর্তির অর্ধেক। এর মূল কারণ ভর্তির সময় প্রকৃত মেধা যাচাই করা হয় না। নাম মাত্র লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। অনেকেই উচ্চ আর্থিক নজরানা, মামা কিংবা চাচার বদৌলতে ভর্তির সুযোগ পান। একজন রেজিস্টার্ড নার্স দীর্ঘ ৪ (চার) বছর অধ্যয়নের পর চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। তার মধ্যে ৩টিই নার্সিং কাউন্সিলের অধীনে পরীক্ষা হয়। অনেক নার্সের সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্টারমিডিয়েট অথবা ডিগ্রী। কিন্তু দেখা যায় নার্সিং-এ উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সাধারণ শিক্ষার কোন দাম দেওয়া হয় না। ফলে সাধারণ শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কোন অবদান রাখা সম্ভব হয় না।

রওশন আরার অভিযোগ ঃ ভর্তির ব্যাপারে দলগত প্রভাব খাটানো হয়। কলেজের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষটিও দলগত প্রভাবের অধীন। পরীক্ষার আগেই দলের বিশেষ কত গুলি পরীক্ষার্থীর নাম হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়, যাদের ভর্তির সুযোগ না দিলে কর্তৃপক্ষের চেয়ার রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই তিনিও নির্দ্বিধায় তা মেনে নেন। ফলে সাধারণ নার্সরা ন্যায্য ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। গত তিন বছর ধরে সাধারণ নার্সরা তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে আসছেন। আর কলেজ মেধা যাচাইয়ের পদ্ধতিও ভিন্ন। যেমন, ভর্তির দরখাস্তে লেখা থাকে তিনি বিএনএ না বিডিএন-এর সদস্য/সদস্যা? নার্সিং বিষয়ে মাত্র ১৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকে, বাকী ৬০ নম্বর থাকে নার্সিং জ্ঞানের সম্পূর্ণ বাইরে। তা দিয়ে একজন উচ্চ শিক্ষার্থী নার্সিং-এ ভর্তির যোগ্যতা কিভাবে যাচাই হয় তা বোধগম্য নয়। সবচেয়ে বড় কথা, ভর্তির ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীকে একে অপরের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতে হচ্ছে। একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার্থিনী লিখিত পরীক্ষায় ২০ নম্বর এবং পরীক্ষার্থীদের লিখিত কমপক্ষে ৪০ নম্বর পেতে হয়— যা বৈষম্যমূলক নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই আগের মত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই ভর্তির সুযোগ দেওয়া উচিত। আবার স্বার্থান্বেষী মহল ত্রিপক্ষীয় চুক্তিনামা করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ব্যাপারটি তাদের নিজেদের এখতিয়ারে নিয়ে নেন। তাই ভর্তি হতে হলে মোটা নজরানার মাধ্যমে অবাধ ভর্তির সুযোগ মেলে। সাধারণ নার্স সমাজ অবৈধ চুক্তি ও প্রভাবহীনতা থেকে পরিত্রাণ চায়। তারা নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান চায়।

০